



204986 - যবে ব্যক্ৰ্তি ঋণ পরশিোধ করনে তার হজ্জ ক শিুদ্ধ হববে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি ১৪২২হিঃ সালে হজ্জ আদায় করছে। তবে আমার নকিট কিছু মানুষের ঋণ আছে। কারণ হচ্ছে- আমি কিছু মানুষকে কর্জবে হাসানা (ঋণ) দিয়েছিলিম; তারা আমার সাথে প্রতারণা করছে, এখন এ অর্থ পরশিোধ করার দায় আমার উপর। আমি একজন শাইখকে জিজ্ঞেসে করছিলিম: আমি তো ঋণ পরশিোধ করনি; এমতাবস্থায় হজ্জ করা জায়বে হববে কনি? শাইখ বলছেন: জায়বে হববে। কারণ আপনি জাননে যে, আপনি অচরিই ঋণ পরশিোধ করে দবিনে, ইনশাআল্লাহ। একই বিষয়ে আপনাদরে এক প্রশ্নের উত্তরে বপিরীত তথ্য পলোম। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ ক কবুল হয়েছে? কারণ আমি ঋণ পরশিোধ না করে হজ্জবে গছে, পাওনাদারদের কাছ থেকে অনুমতি নিইনি। যদি আমার হজ্জ মাকবুল না হয়; তাহলে আমার করণীয় ক? আমার প্রথম হজ্জ ক ফরজ এবং দ্বিতীয় হজ্জ ক সুন্নত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

span lang=BN-BD style='font-family: SolaimanLipi;mso-bidi-font-family:SolaimanLipi;mso-bidi-language:BN-BD'> উত্তর:

আলহামদুলিল্লাহ।

কোন প্রশ্নকারীর ইবাদত কবুল হওয়া সম্পর্ক প্রশ্ন করা এবং উত্তরদাতার এ সম্পর্কে উত্তর দয়ো উচতি নয়। কারণ ইবাদত কবুল হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নকিট। বরং প্রশ্ন করতে হববে ও উত্তর দতি হববে ইবাদত শিুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে, ইবাদতের শর্তাবলি ও রুকনগুলো পরপূর্ণ হওয়া সম্পর্কে।

যে ব্যক্ৰ্তি হজ্জ আদায় করল কনিতু তার জমিদারতি অন্বদরে পাওনা ঋণ রয়ে গছে তার হজ্জ সহহি হববে; যদি হজ্জেরে রুকন ও শর্তগুলো পরপূর্ণভাবে আদায় করা হয়। সম্পদের সাথে বা ঋণের সাথে হজ্জেরে শিুদ্ধতার কোন সম্পর্ক নই। তবে যে ব্যক্ৰ্তির ঋণ আছে সে ব্যক্ৰ্তির জন্য হজ্জ না করা উত্তম। যে অর্থ সে হজ্জ আদায়বে খরচ করবে সে অর্থ ঋণ আদায়বে খরচ করা উত্তম এবং শরয়ি বিবিচেনায় সে সামর্থ্যবান নয়। এ বিষয়ে স্থায়ী কমটির আলমেগণেরে ফতয়ো নম্নরূপ:

১- হজ্জ আদায় করার জন্য যে ব্যক্ৰ্তি ঋণ গ্রহণ করছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তারা বলনে: ইনশাআল্লাহ হজ্জ সহহি। হজ্জেরে শিুদ্ধতার উপর ঋণ গ্রহণেরে কোন প্রভাব নই। শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক



আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান।[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১১/৪২) থেকে সমাপ্ত]

২- তাঁরা বলেন:

“হজ্জ ফরজ হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছ- সামর্থ্যবান হওয়া। সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে- আর্থিক সামর্থ্য। আর যে ব্যক্তির উপর ঋণ রয়েছে, ঋণদাতারা যদি ঋণ আদায় করার আগে হজ্জ আদায়ে বাধা দিয়ে তাহলে সে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করবে না। কারণ সে সামর্থ্যবান নয়। আর যদি তারা ঋণ আদায়ে চাপ না দিয়ে এবং সে জানে যে, তারা সহজভাবে নবি তাহলে তার জন্য হজ্জ আদায় করা জায়যে আছে। হতে পারে হজ্জ তার ঋণ আদায় করার জন্য কোন কল্যাণের পথ খুলে দিবে।”

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান

[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১১/৪২) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন [41739](#) নং প্রশ্নোত্তর।